৫।

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ FEB. 3 1999
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

শিক্ষা পরিদর্শন অধিদফতরে অচলাবস্থা

ইত্তেফাক রিপোর্ট ঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের কর্মচারী অসন্তোষের কারণে দেশের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি পরিদর্শন ও নিরীক্ষা ব্যবস্থা দীর্ঘ আড়াইমাস স্থবির হইয়া পড়িয়াছে। ফলে সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষার মান

(২য় পৃষ্ঠায় ১-এর কঃ দ্রঃ)

অচলাবস্থা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে যথাসময়ে অবহিত হইতে পারিতেছে না। জানা যায়, এই অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সহিত পরিচালকের দ্বন্দ্বের কারণে গত ২৩শে নভেম্বর হইতে অচলাবস্থা চলিতেছে। কর্মচারীদের আন্দোলনের কারণে অধিদপ্তরের পরিচালক অধ্যাপক আতাহার আলী দেওয়ানের অনুরোধে গত ২৯শে নভেম্বর হইতে অধিদপ্তরে পুলিশ অবস্থান করিতেছে। ইতিমধ্যে ঘটনা সম্পর্কে শিক্ষা মন্ত্রণালয় দুই দফা তদন্ত করিয়াছে। প্রথম দফা তদন্ত করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব (কারিগরি) মোঃ দেলোয়ার হোসেন। তাঁহার রিপোর্টটি পরিচালক আতাহার আলীর বিপক্ষে যায়। এই রিপোর্ট অনুযায়ী কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করিয়া অজ্ঞাতকারণে পুনরায় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়। গত ১১ই জানুয়ারী উপ-সচিব মোঃ আতোয়ার রহমান পুনরায় বিষয়টি তদন্ত করেন। তিনি এখনও রিপোর্ট প্রদান করেন নাই বলিয়া জানা গিয়াছে। এদিকে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্দোলন নিয়ন্ত্রণের জন্য ইতিমধ্যে পরিচালক অধিদপ্তরের ১৩ জন কর্মকর্তাকে অন্যত্র বদলী এবং ৫ জন কর্মচারীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিয়াছেন। বর্তমানে অধিদপ্তরের ৩০ জন পরিদর্শন কর্মকর্তা, ১১ জন অডিটর এবং ৭৫ জন ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী রহিয়াছেন। কোন কাজকর্ম না করিয়াই তাঁহারা বেতন নিতেছেন। এমনিতেই এই অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা স্কুলের সংখ্যার তুলনায় অনেক কম। দেশের প্রায় ২৩ হাজার বেসরকারী স্কুল পরিদর্শন শেষ করিতে প্রায় এক যুগ পার হইয়া যায়।